জামায়াতের ভিসি নিয়োগ দিয়ে যেভাবে ডাকসু নির্বাচন, বললেন ঢাবি অধ্যাপক

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৭:২৮, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগ ও ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন বলেছেন, জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারার ভিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছে ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও।

তিনি দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ভিসি নিয়োগের মাধ্যমে ছাত্রসংসদগুলোতে নির্দিষ্ট ছাত্রসংগঠনকে এগিয়ে দেওয়ার একটি কৌশলগত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তার ভাষায়, এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের আগে একটি রাজনৈতিক ‘হাইপ’ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতেও নানা বিতর্ক ছিল—ব্যালট জালিয়াতি থেকে শুরু করে অনিয়মের অভিযোগ—যা ছাত্রসংসদ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এবারের প্রক্রিয়াও একই ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ড. মামুন আরও বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের পুনরায় নিয়োগ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল বলে তার আশঙ্কা। তিনি সতর্ক করে বলেন, এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশে উগ্রতা ও ‘মব সংস্কৃতি’ বিস্তারের ঝুঁকি তৈরি হতে পারত।

সমাজ-সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্র নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই শিক্ষক। তার মতে, মুক্তচিন্তা, শিল্প-সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারীদের স্বাধীন চলাফেরা ও পোশাক নিয়েও অদৃশ্য চাপের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছিল।

নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনের একটি ইতিবাচক দিক হলো—একটি প্রধান রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিকে আরও স্পষ্টভাবে ঝুঁকেছে। এ জন্য তিনি দলটির নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

দেশ একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে উল্লেখ করে ড. মামুন বলেন, বড় জয় পাওয়ার পর আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারলেই দেশ ও রাজনীতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

তিনি মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতি দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়—এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ভবিষ্যৎ আরও স্থিতিশীল হতে পারে।